মুক্তিযুদ্ধ - ১

Siddhartha

০১ মার্চ

- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করে।
- বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৪ জন ছাত্রনেতা এক বৈঠকে বসে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।

“স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ”

- নূরে আলম সিদ্দিকী: সভাপতি (বাংলাদেশ ছাত্রলীগ)
- শাজাহান সিরাজ: সাধারণ সম্পাদক (বাংলাদেশ ছাত্রলীগ)
- আ.স.ম আব্দুর রব: সহ-সভাপতি (ডাকসু)
- আব্দুল কুদ্দুস মাখন: সাধারণ সম্পাদক (ডাকসু)

এই ৪ জন ছাত্র নেতাকে বলা হতো মুক্তিযুদ্ধের ৪ খলিফা।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-Cooperation Movement)

- ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন- ১ মার্চ, ১৯৭১
- পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু ঢাকাতে হরতাল ডাকেন ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন - ২ মার্চ, ১৯৭১
- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেও ২রা মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করা হয়।
- অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়- ৩-২৫ মার্চ, ১৯৭১

০২ মার্চ
(ঢাকায় প্রথম
হরতাল)

প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন

প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী

আ.স.ম আবদুর রব

স্বাধীনতার ইশতেহার (৩ মার্চ)

ঘোষণাকারী সংগঠন: স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

ইশতেহার ঘোষণা বা পাঠ করেন: ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ

সভায় সভাপতিত্ব করেন: ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী

স্থান: পল্টন ময়দান

ইশতেহার (৩ মার্চ)

- পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে ‘কৃষক শ্রমিকরাজ’ কায়েম করার শপথ গ্রহণ করা হয়।
- **“আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি” গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।**

স্বাধীনতার ইশতেহারে ৩টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়

- বাঙালির ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশ
- বৈষম্যের নিরসন
- এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

৩ মার্চ ১৯৭১

- জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়— পল্টন ময়দানে
- জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন— শাহজাহান সিরাজ
- ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

- ছাত্রদের এ ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা আপামর জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে হরতাল পালন করে। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করেন। ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবীরা তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ তিন দিনের হরতালে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়।

শঙ্কু সমজদার

- পরিচয়: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ (৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র)
- শহীদ হন: ৩ মার্চ, ১৯৭১
- শহীদ হওয়ার স্থান: জাহাজ কোম্পানির মোড়, রংপুর
- রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ: ২০১২ সালে

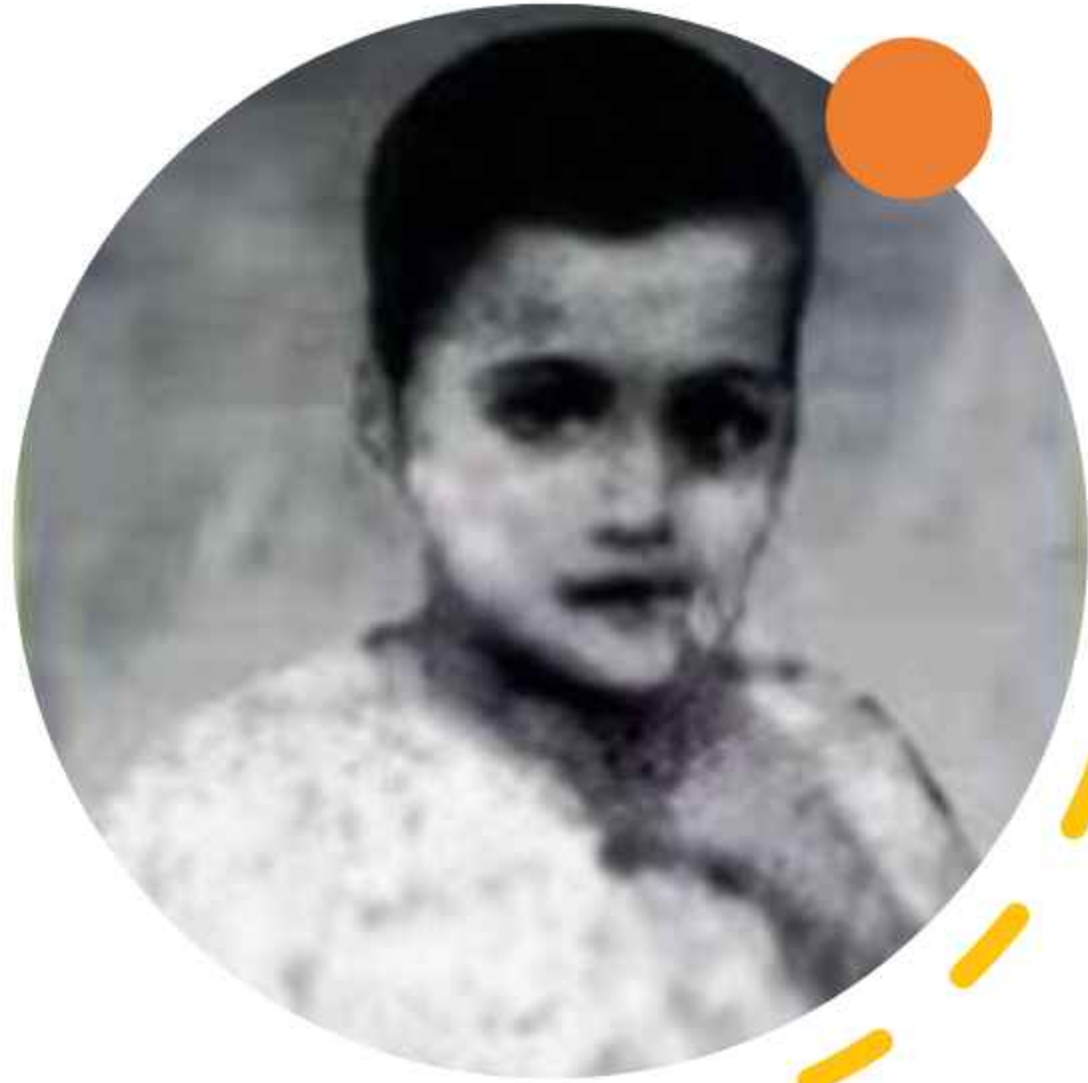

- ইয়াহিয়া খান এ পরিস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অগত্যা ৬ই মার্চ বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তবে তার ঘোষণা বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সামরিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করা হয়।

৭ ই মার্চের ভাষণ

- ৭ ই মার্চ ১৯৭১ (রবিবার); রেসকোর্স ময়দান
- সময়: 2:45 pm — 3:03 pm
- স্থায়ীত্ব: ১৮ মিনিট/১৯ মিনিট (রেকর্ডেড)
- শব্দ সংখ্যা: ১১০৮ টি
- মাইক: কল রেডি
- জনতা: ১০ লক্ষ
- দাবি: চারটি
- রেকর্ড: ঢাকা রেকর্ড (আমজাদ আলী খন্দকার)

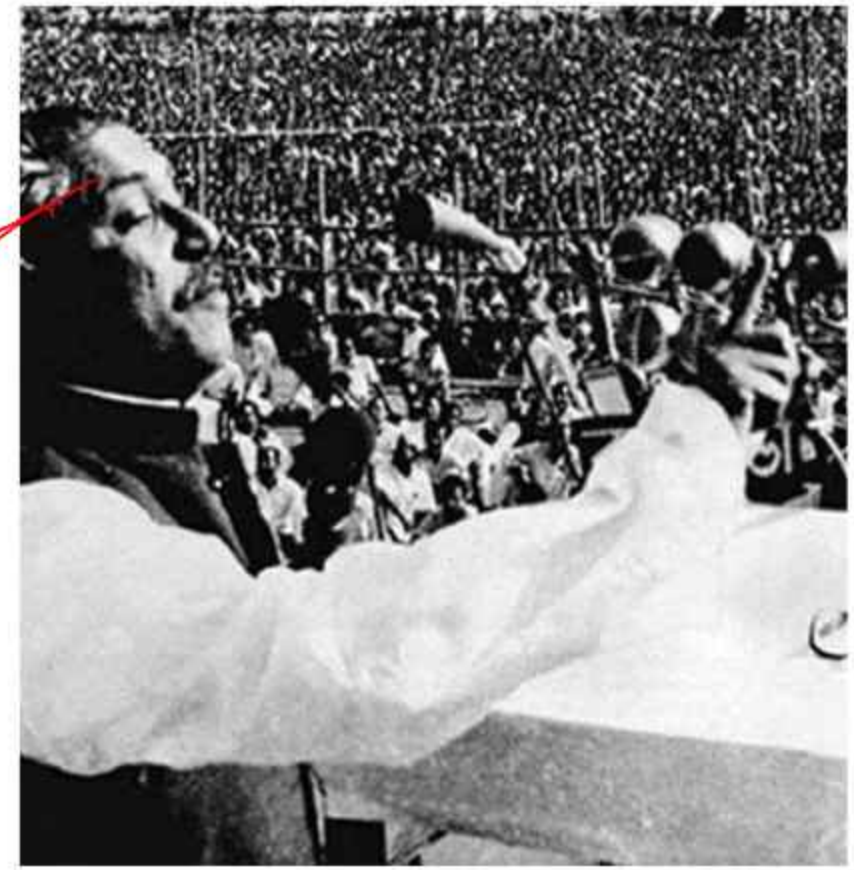

৭ ই মার্চের ভাষণ

- রেকর্ডকারী: আমজাদ আলী খন্দকার/এ এইচ খন্দকার
- চিত্রধারণ: আবুল খায়ের
- সভার প্রধান অতিথি ও সভাপতি: কেউ ছিলেন না।
- সভার বক্তা ছিলেন: ১ জন [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
- ময়দান জুড়ে স্লোগান ছিল— "পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা"
- বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশের সময় জনতার স্লোগান ছিল— " শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশকে স্বাধীন করো"।

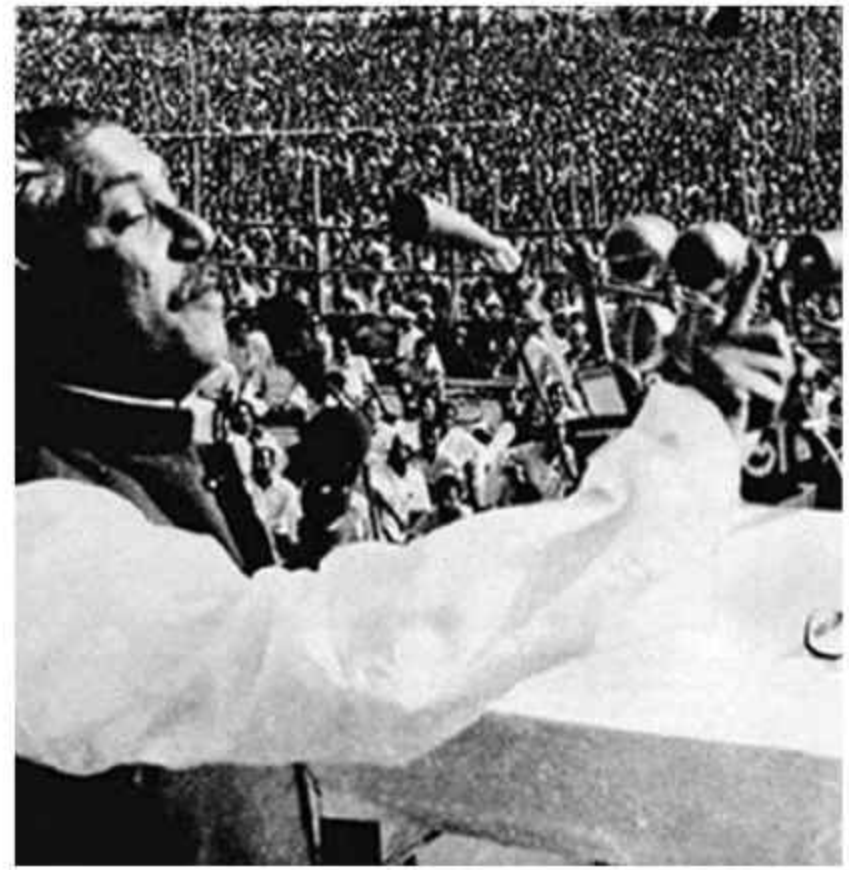

'৭ মার্চের ভাষণ'

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে)
- **ভাষণের ১ম লাইন:** ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
- **ভাষণের শেষ লাইন:** এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।
- তাঁর এ ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়, যা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে।

৭ ই মার্চের ভাষণের দাবি ছিল – ৪ দফা।

- ক. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার
- খ. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া
- গ. গণহত্যার তদন্ত করা
- ঘ. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা

নেলসন ম্যান্ডেলা

“৭ মার্চের ভাষণ আসলে ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল”

ফিদেল ক্যাস্ট্রো

"৭ই মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুধুমাত্র ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল"

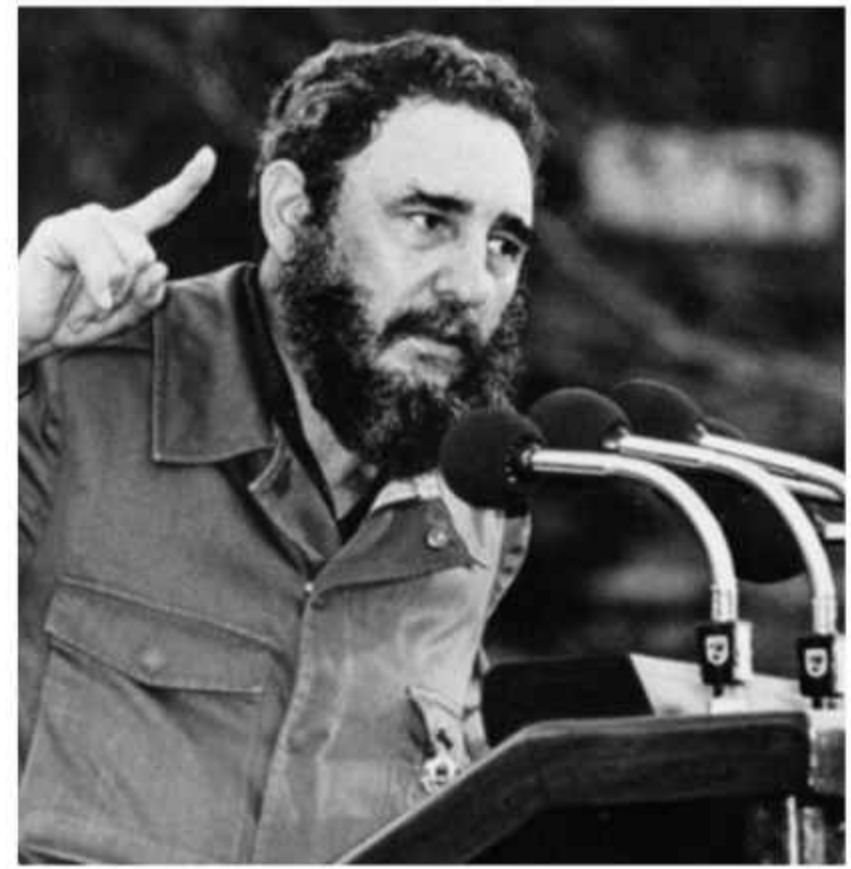

- ৭ মার্চের ভাষণটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম তফসিল এর ১৫০(২) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- ৭ মার্চের ভাষণকে UNESCO ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ/বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় **৩০ অক্টোবর, ২০১৭** সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর **৩৯তম সভায়**।
- **৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের অবস্থান- ৪৮তম**

তুলনা

আব্রাহাম লিংকন এর গেটিসবার্গের ভাষণ

মার্টিন লুথার কিং এর আই হ্যাভ এ ড্রিম

- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

০৯ মার্চ: স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন

আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।

আন্দোলনের পরিচালনার জন্য চার নেতা হলেন: **আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন।**

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রসভায় গৃহীত স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

১২ মার্চ: জাতীয় ফুল শাপলা ঘোষণা

১৪ই মার্চ

- পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফর্মুলা দেন। তবে বঙ্গবন্ধু এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ঐ দিনই ৩৫ দফাভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন। সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

১৫ মার্চ: ইয়াহিয়া ঢাকায়

পূর্বদেশ

ঢাকায় প্রেসিডেন্টঃ এখনও বৈঠক হয়নি

১৬-২৪ মার্চ শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

আজ মুজিব-ইয়াহিয়া সাক্ষাৎকার

চেক পোষ্ট প্রত্যাহার

পশ্চিম পাকিস্তানীদের

পিপিপি-নেতা

'কে,কি ও কেন'

১৭ মার্চ: অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে

অস্ত্র বোঝাই জাহাজ

জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ "সোয়াত" একশত ৮০ টন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়া গত মঙ্গলবার ১৬নং জেটিতে ভিড়িয়াছে, তবে এখনও উহা খালাস করা হয় নাই। অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রের ৩৬২১টি প্যাকেট নিয়া "ওসান এণ্ডুর‍্যান্স" জাহাজ ১০নং জেটিতে ভিড়িয়াছে, কিন্তু উহা এখনও খালাস করা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৮ মার্চ

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খান, মে. জে. খাদিম হোসেন ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট (Operation Searchlight) চূড়ান্ত করেন।

১৯ মার্চ: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

- নিরস্ত্রীকরণের প্রতিবাদে **ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের** বাঙালি সৈন্যরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন
- বিদ্রোহ করেন: গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টের বীর সেনা ও জনতা।
- বিদ্রোহীদের দমনে নেতৃত্বে ছিল: পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব।

২০শে মার্চ

২০শে মার্চ সরকার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। ঐ দিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার সামরিক উপদেষ্টা হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পিরজাদা, জেনারেল ওমর প্রমুখকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এ সময় প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পিআইএ ফ্লাইট বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও রসদ নিয়ে ঢাকা আসে এবং অসংখ্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে আসা জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করে।

২২শে মার্চ

জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

২৩ মার্চ

- পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ পালন করে- ‘প্রতিরোধ দিবস’
- বাংলার ঘরে ঘরে উত্তোলিত হয়— জাতীয় পতাকা [২৩ মার্চ: পতাকা উত্তোলন দিবস]
- আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

২৪ মার্চ

সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়।

২৫ মার্চ

- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। রাত ১১টা ৩০ মিনিটে অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়।
- পরিকল্পনা মোতাবেক একযোগে পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগে আক্রমণ চালানো হয়।
- ইকবাল হলের ২০০ জন ছাত্র, শিক্ষক নিহত হয়। শুধু ঢাকায় ৭ হাজার বাঙালি নিহত হয়।
- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

‘অপারেশন সার্চলাইট’

- 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালিত হয় - ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিরীহ বাঙালির উপর।
- ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন- জেনারেল রাও ফরমান আলী। ঢাকার বাইরের দায়িত্বে ছিলেন খাদিম হুসাইন রাজা।
- ২০১৭ সাল থেকে ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালিত হচ্ছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১টা থেকে ১.৩০টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারের তিন দিন পরে ২৯শে মার্চ বিমানযোগে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং লায়ালপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ) জেলে আটক রাখা হয়।

২৬শে মার্চ – স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়াউর রহমান।

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া **বঙ্গবন্ধুর পক্ষে** স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

'স্বাধীনতার ঘোষণা'

- পৃথিবীর যে দুটি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র রয়েছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় – ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। (মুজিবনগর হতে)
- ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয় কখন- ১৯৮০ সালে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (বাংলা/ইংরেজি/উর্দু)

- প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৬ মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন— জিয়াউর রহমান
- পাক বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১ সালে
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে— ২৫ মে, ১৯৭১ সালে।
- প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন—নমিতা ঘোষ
- পত্রিকা পাঠ করেন— বেলাল মোহাম্মদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী- আব্দুল মান্নান।
- স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপস্থাপন করেন- এম আর আখতার মুকুল।
- চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন- এম আর আখতার মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল— চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- জল্লাদের দরবার রচনা করেন – কল্যাণ মিত্র।
- ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে "জল্লাদের দরবার" অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন— কেল্লা ফতেহ আলী খান

৬ ডিসেম্বর

১৯৭১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র → বাংলাদেশ বেতার

ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া

- ১৯৭১ সালে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ৪ এপ্রিল দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ৪ এপ্রিল এ বৈঠকেই মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র রণাঙ্গনকে ৪ টি সেক্টরে ভাগ করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী।

৬ এপ্রিল ১৯৭১

দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত কেএম শিহাবুদ্দিন (সেকেন্ড সেক্রেটারি) এবং আমজাদুল হক (প্রেস এটাচে) বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে পদত্যাগ করেন।

কোনো বাঙালি কূটনীতিকের এটাই প্রথম পদত্যাগ।

মুজিবনগর সরকার

- গঠনের স্থান: আগরতলা (ত্রিপুরার রাজধানী)
- গঠনের সময়: ১০ এপ্রিল ১৯৭১
- অন্য নাম: প্রবাসী/অস্থায়ী সরকার /বাংলাদেশের প্রথম সরকার/Govt in Exile

১০ এপ্রিল ১৯৭১

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হয় বলে তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা দেন।

এদিন **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence)** গৃহীত হয়।

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' ঘোষিত হয়। যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কার্যকর হয় ২৬ মার্চ, ১৯৭১; সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১

- ১ম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
- ২য় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান- অস্থায়ী সংবিধান আদেশ

১১ এপ্রিল ১৯৭১

তাজউদ্দীন আহমদ বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।

আকাশবাণীসহ গণমাধ্যমে সরকার গঠনের খবর প্রচারিত হয়।

১২ এপ্রিল

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধের ও সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এম এ জি ওসমানীকে মন্ত্রী মর্যাদায় প্রধান সেনাপতি ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান (Commander in Chief) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৭ এপ্রিল

মুজিবনগর সরকার **মেহেরপুর জেলার** ভবের পাড়া গ্রামের **বৈদ্যনাথতলায়** (আম্রকানন) শপথ গ্রহণ করে [প্রথমে নির্ধারিত ছিল: চুয়াডাঙ্গায়]

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার দিবস।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র **আনুষ্ঠানিকভাবে** (Proclamation of Independence) পাঠ

স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

মুজিবনগর সরকার শপথ

- সদস্য: ৬ জন
- ধরন: রাষ্ট্রপতি শাসিত
- মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল: ১২ টি।
- শপথের স্থান: মেহেরপুর জেলার ভবেরপাড়া ইউনিয়নের বৈদ্যনাথ তলায় (মুজিবনগর)
- শপথের সময়: ১৭ এপ্রিল

- **শপথ বাক্য পড়ান: অধ্যাপক ইউসুফ আলী (চিফ হুইপ)**
- শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন: **আবদুল মান্নান**।
- শপথ গ্রহণের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে চুয়াডাঙ্গার SDPO **মাহবুব উদ্দিনের** নেতৃত্বে ১২ জন আনসার গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।
- **নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন - মেজর আবু ওসমান চৌধুরী**
- অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন - মেহেরপুরের সাবডিভিশান অফিসার তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী

P2A

সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার **থিয়েটার রোডের ৮ নম্বর বাড়িটিতে** ছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের কার্যালয়।

১৮ এপ্রিল

মুজিবনগর সরকারের

দপ্তর বণ্টন করা হয়

মুজিবনগর সরকার

- রাষ্ট্রপতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- অস্থায়ী/উপরাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

তাজউদ্দিন আহমদ: প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা

- তথ্য, সম্প্রচার ও বেতার এবং টেলিযোগাযোগ
- অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
- শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ
- সংস্থাপন ও প্রশাসন এবং যে বিষয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের অন্য কোনো সদস্যকে দেয়া হয়নি।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও জাতীয় রাজস্ব, শিল্প-বাণিজ্য, পরিবহন, খাদ্য, বস্ত্র

এএইচএম কামারুজ্জামান

- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- কৃষি, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

খন্দকার মোশতাক

পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী

মুজিবনগর সরকারের মোট মন্ত্রণালয় ১২

সচিব ছিল: ১০ জন

অর্থ সচিব ছিল: খন্দকার আসাদুজ্জামান

পররাষ্ট্রসচিব: জনাব মাহবুবুল আলম চাষী

কেবিনেট সচিব: এইচ টি ইমাম

মুজিবনগর সরকার

নারীনেত্রী: বেগম রাজিয়া ওসমান

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী - বিশেষ দূত

- **২২ ডিসেম্বর ১৯৭১**-প্রবাসী সরকার বাংলাদেশে ফেরৎ আসে।
- **১২** জানুয়ারি **১৯৭২**-মুজিবনগর সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

গঠন: ০৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সদস্য: ৬ জন।

- ❑ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি)-NAP
- ❑ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ-NAP
- ❑ কমরেড মনি সিংহ-BCP
- ❑ শ্রী মনোরঞ্জন ধর-BNC
- ❑ তাজউদ্দীন আহমেদ-AL
- ❑ খন্দকার মোশতাক-AL

মুজিবনগর সরকারের প্ল্যানিং সেল

Planning Cell: প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রকে কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য সরকার একটি প্লানিং সেল গঠন করে। প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন- সনৎ কুমার সাহা ও গবেষণা কর্মকর্তা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC)

- মুক্তিযুদ্ধকালীন ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিলে গঠন করেন বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC). এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল- মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন আদায় এবং পাকিস্তানকে সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করতে মার্কিন কংগ্রেসে লবিং করা। তথ্য প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন- 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' নামে পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক প্রশাসন

- ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার ও পুলিশবাহিনী উচ্চপদস্থ বাঙালি সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

- ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্গঠিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি:

এম এ জি ওসমানী

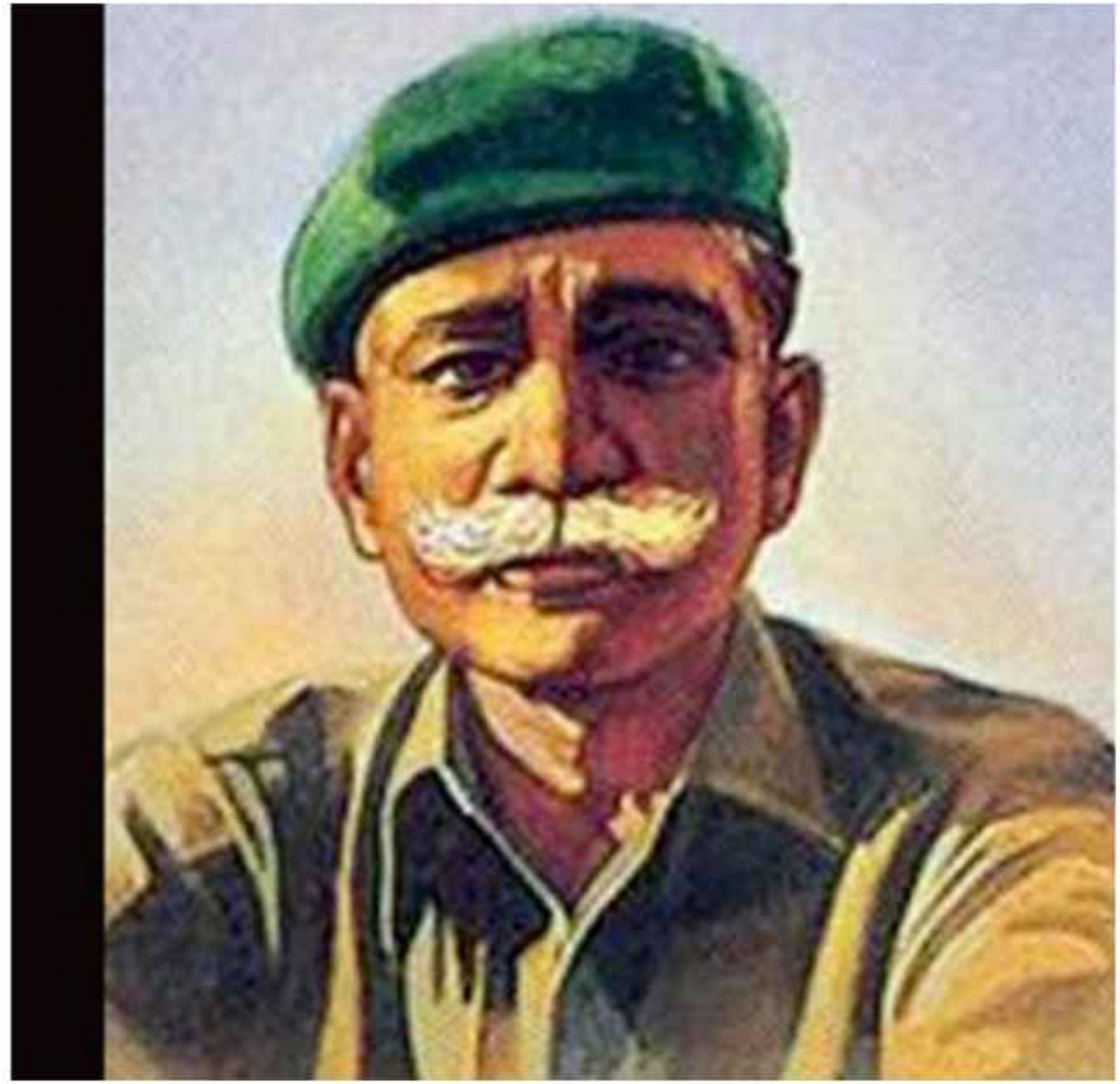

মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)

- ১৯৪২: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মা (মিয়ানমার) রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেন।
- ১৯৬৭: কর্নেল পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ
- ৭০ নির্বাচন: সিলেট থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন
- পাকিস্তানিরা ডাকত: পাপা টাইগার নামে

মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

- ৪ এপ্রিল, ১৯৭১: তেলিয়াপাড়া রণকৌশলের নেতৃত্ব প্রদান করেন
- ১২ এপ্রিল, ১৯৭১: বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর (Bangladesh Forces) প্রধান সেনাপতি হন
- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১: মুক্তিবাহিনীর সিইনসি (কমান্ডার ইন চিফ) নিযুক্ত হন
- ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১: স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন
- সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬: জাতীয় জনতা পার্টি নামে দল গঠন করেন।

চিফ অফ স্টাফ:

অব. কর্নেল

আব্দুর রব

ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ও মুক্তিবাহিনীর উপকমান্ডার: একে খন্দকার

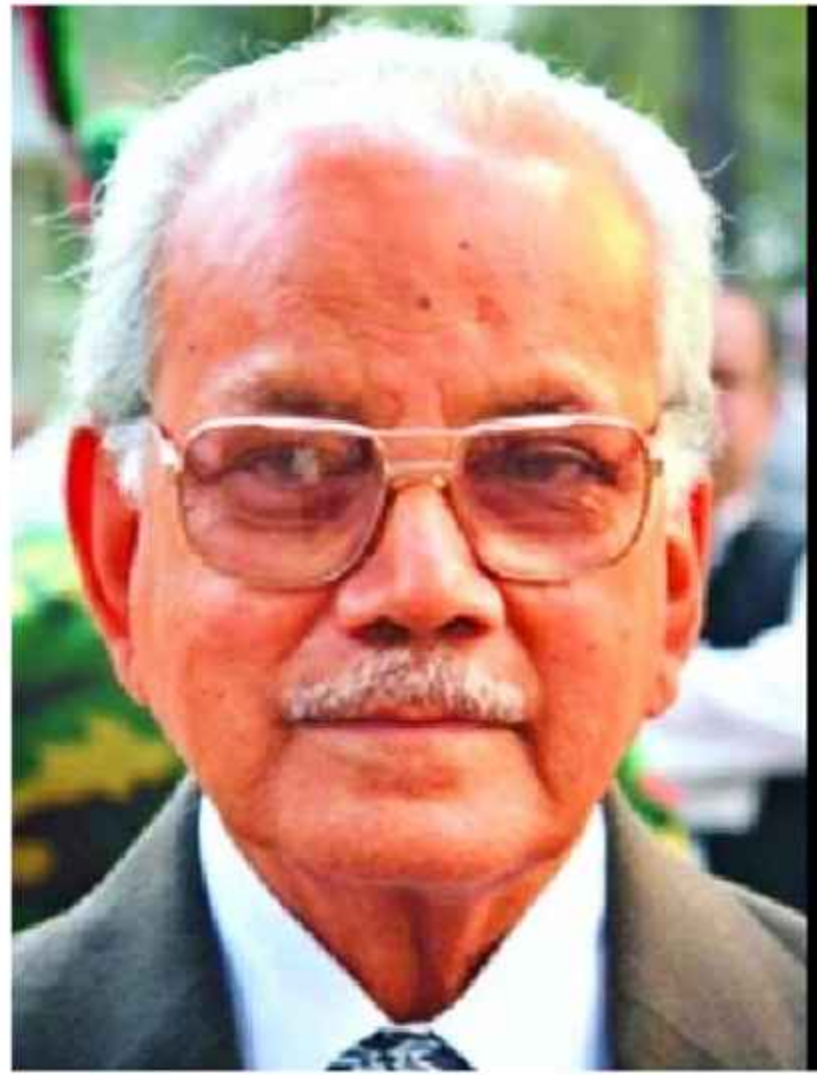

আবদুল করিম খন্দকার

- মুক্তিযুদ্ধে আবদুল করিম খন্দকার ছিলেন মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি (ডেপুটি কমান্ডার)
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রথম প্রধান
- অপারেশন কিলোফ্লাইটের সমন্বয়ক
- ২১ নভেম্বর গ্রুপ ক্যাপ্টেন হন
- এম. এ. জি. ওসমানীর ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ।
- পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের চেয়ারম্যান ছিলেন
- তাঁর রচিত বই: "১৯৭১: ভেতরে বাইরে" (২০১৪ সালে প্রকাশিত)

সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়

১৮ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ভারতের কলকাতায় পাকিস্তানের দূতাবাসে সর্ব প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনার **এম হোসেন আলী**।

মুক্তিবাহিনী

নিয়মিত

অনিয়মিত

নিয়মিত বাহিনী

সেক্টর ট্রুপস

ব্রিগেড ফোর্স

সেকটর ট্রুপস

১১ টি সেক্টর (দায়িত্ব সেক্টর কমান্ডার)

৬৪টি সাব সেক্টর

ব্রিগেড ফোর্স

- Z Force- মেজর জিয়াউর রহমান
- S Force-মেজর কে এম শফিউল্লাহ
- K Force-মেজর খালেদ মোশাররফ

অনিয়মিত বাহিনী

ছাত্র/যুবকরা

গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

সরকারি নাম গণবাহিনী

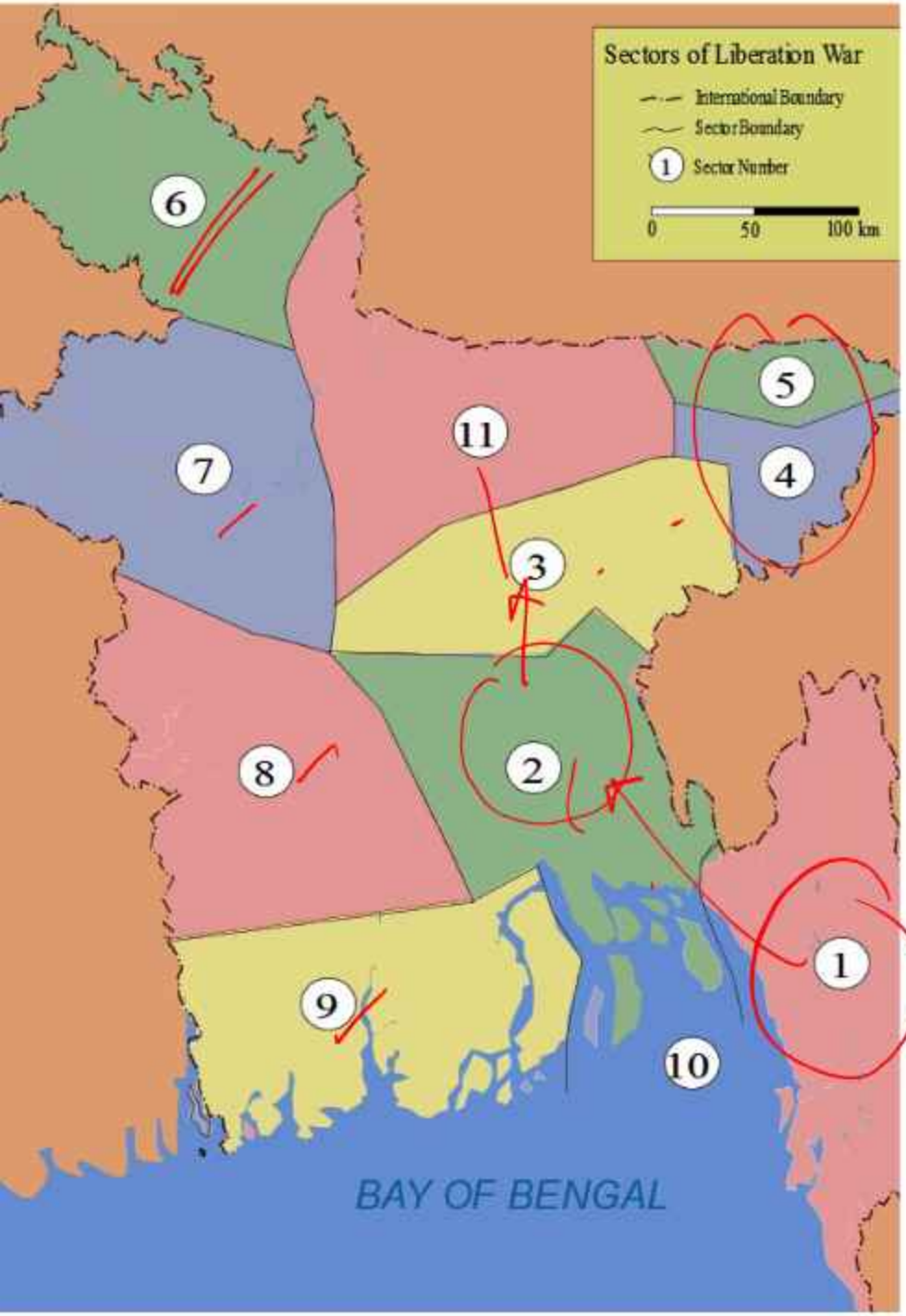

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর

১১টি

যুদ্ধক্ষেত্র	বিস্তৃতি	কমান্ডার
১নং সেক্টর	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত	মেজর জিয়া, মেজর রফিকুল ইসলাম
২নং সেক্টর এবং "কে" ফোর্স	নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ।	মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এটিএম হায়দার
৩নং সেক্টর এবং "এস" ফোর্স	কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ), সিলেট জেলার অংশবিশেষ (লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ), ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা	মেজর কে.এম.সফিউল্লাহ, মেজর এএনএম নুরুজ্জামান

৪নং সেক্টর	সিলেট জেলার অংশবিশেষ (১) পশ্চিম সীমান্ত: তামাবিল-আজমিরীগঞ্জ-লাখাই লাইন এবং (২) দক্ষিণ সীমান্ত: লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইন	মেজর সি.আর.দত্ত
৫নং সেক্টর	সিলেট জেলার বাকি অঞ্চল (তামাবিল-আজমিরীগঞ্জ লাইনের পশ্চিমাংশ)	মেজর মীর শওকত আলী (টাইগার লীডার)
৬নং সেক্টর	সমগ্র রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা	উইং কমান্ডার এম.কে.বাশার
৭নং সেক্টর	সমগ্র বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল	মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নাজমুল হক

৮নং সেক্টর	কুষ্টিয়া ও যশোর এর সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা।	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম.এ.মনজুর
৯নং সেক্টর	সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে), ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং গোপালগঞ্জ	মেজর এম.এ.জলিল
১০নং সেক্টর	কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। কেবলমাত্র নৌ-কম্যান্ডোদের নিয়ে গঠিত। যে সেক্টরের এলাকায় কম্যান্ডো অভিযান চালানো হতো, কম্যান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত।	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডার
১১নং সেক্টর	কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।	মেজর এম.আবু তাহের

ছন্দ: জিয়ার

খাস দশ বানুর

ওজন শুন্যতা

জিয়া – জিয়াউর রহমান (১ নং)

খা- খালেদ মোশারফ (২নং)

স – কে এম সফিউল্লাহ (৩নং)

দ - সি আর দত্ত (৪ নং)

শ – মীর শওকত আলী (৫ নং)

ছন্দ: জিয়ার খাস দশ বানুর ওজন শুন্যতা

বা – উইং কমান্ডার বাশার (৬ নং)

নুর – কাজী নুরুজ্জামান (৭নং)

ও – ওসমান চৌধুরী (৮ নং)

জন- মেজর জলিল (৯ নং)

শুন্য – শুন্য (কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলনা) (১০নং)

তা – কর্নেল তাহের (১১নং)

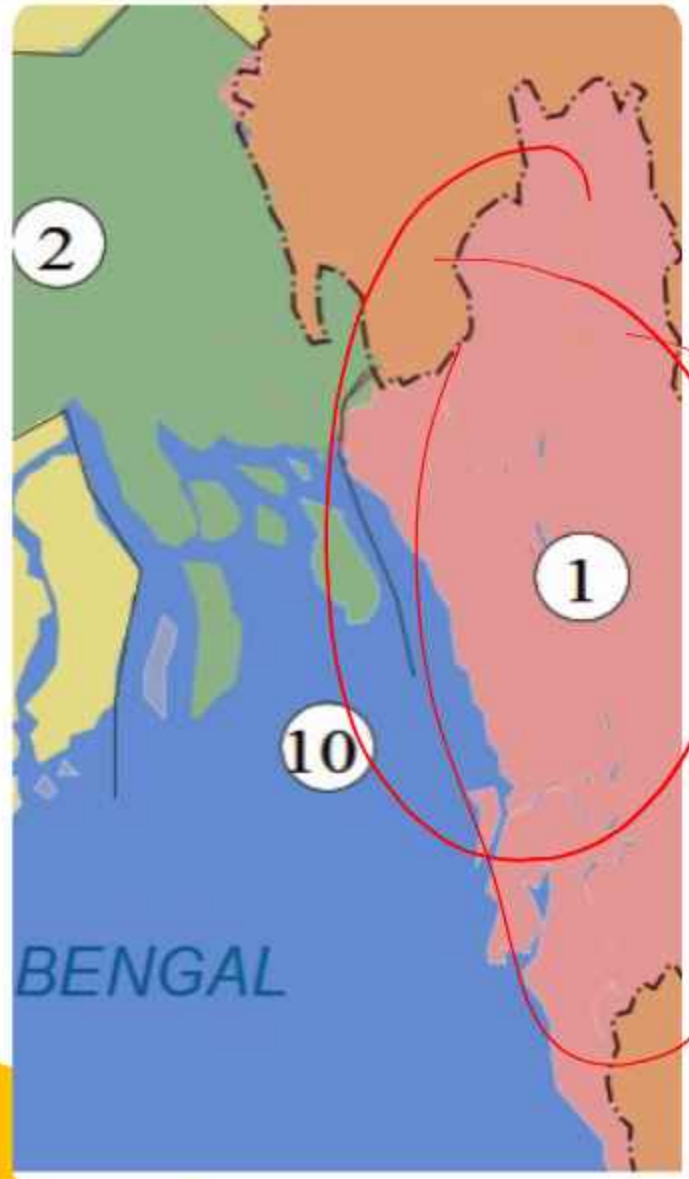

১নং সেক্টর

- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত
- আয়তনে বড় সেক্টর
- **সদর দপ্তর: হরিনা।**
- কমান্ডার: মেজর জিয়া, মেজর রফিকুল ইসলাম

২নং সেক্টর এবং "কে" ফোর্স

- নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, ঢাকা শহরসহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ।
- **সদর দপ্তর:** মেলাঘর
- কমান্ডার: মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এটিএম হায়দার

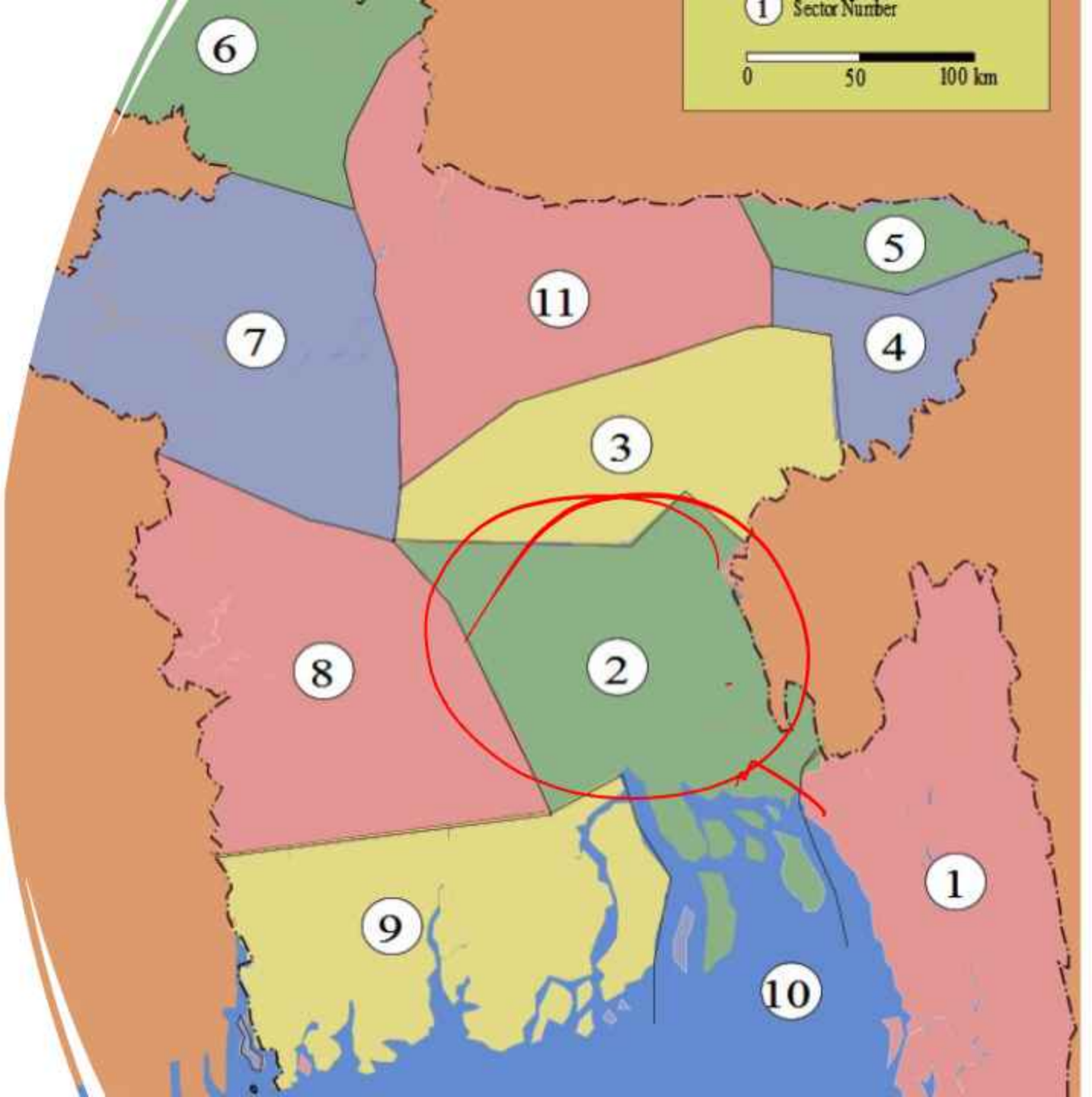

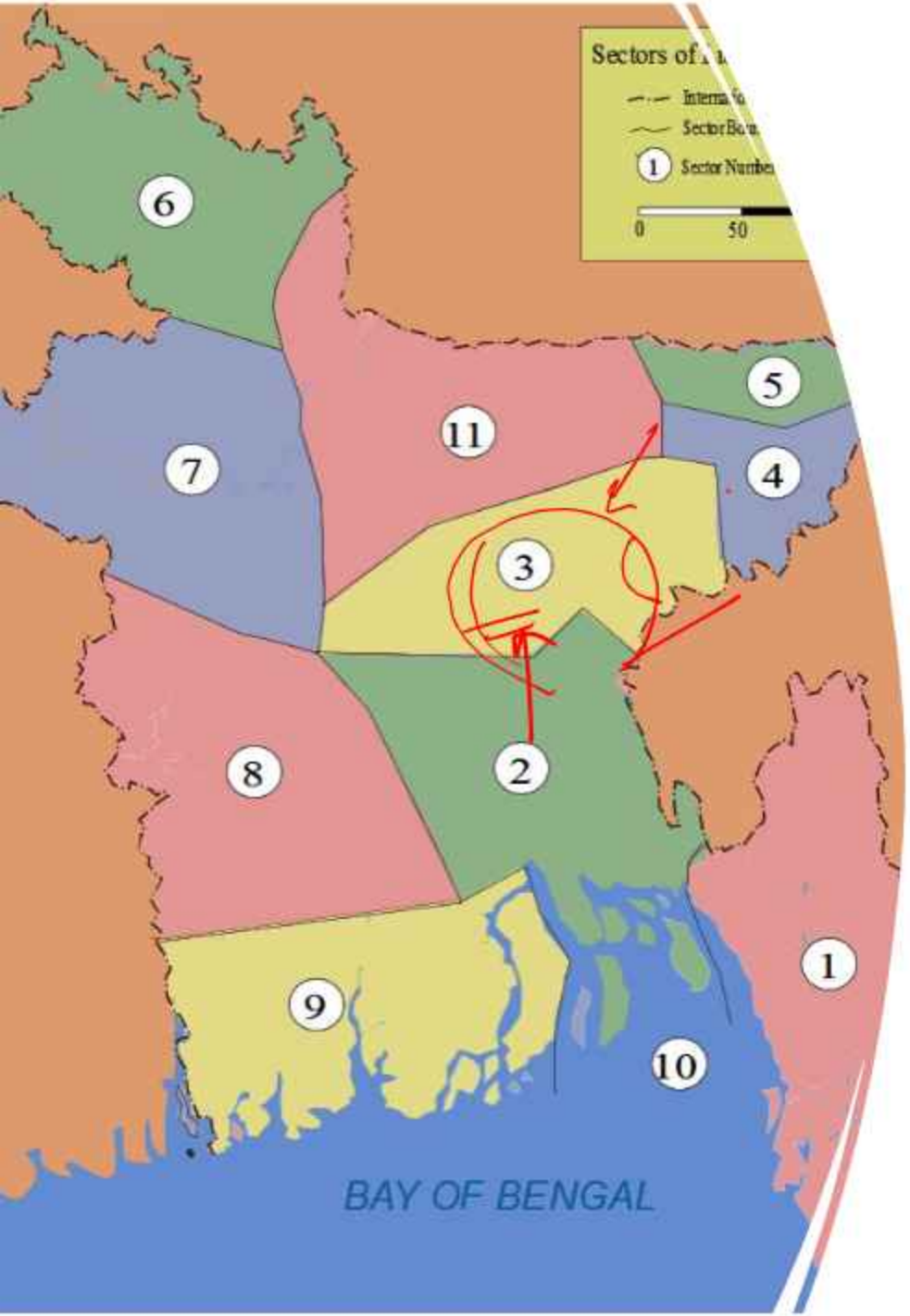

৩নং সেক্টর এবং "এস" ফোর্স

- কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ, সিলেট জেলার অংশবিশেষ, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা।
- **সদর দপ্তর:** হেজামারা
- সবচেয়ে বেশি উপসেক্টর (১০টি)
- কমান্ডার: মেজর কে.এম.সফিউল্লাহ, মেজর এএনএম নুরুজ্জামান

৪নং সেক্টর

- সিলেট জেলার অংশবিশেষ
- **সদর দপ্তর: করিমপুর (১ম) ও মাসিমপুর (২য়)**
- কমান্ডার: মেজর সি.আর.দত্ত

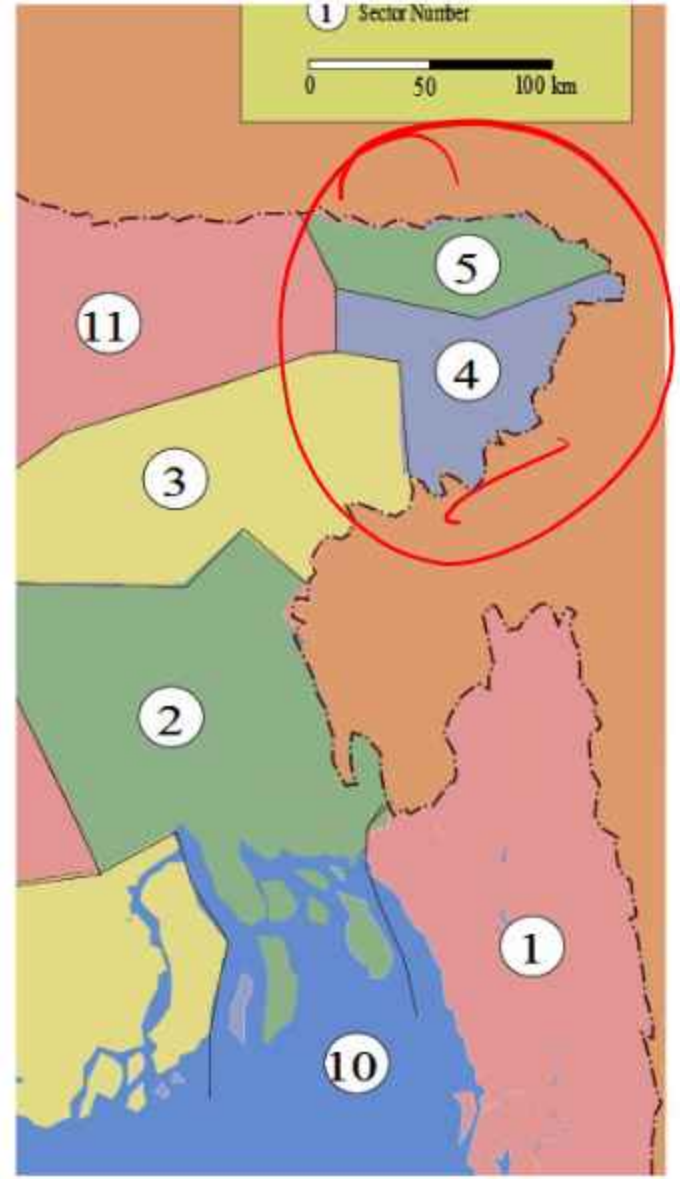

৫নং সেক্টর

- সিলেট জেলার বাকি অঞ্চল
- **সদর দপ্তর:** বাঁশতলা
- কমান্ডার: মেজর মীর শওকত আলী (টাইগার লীডার)

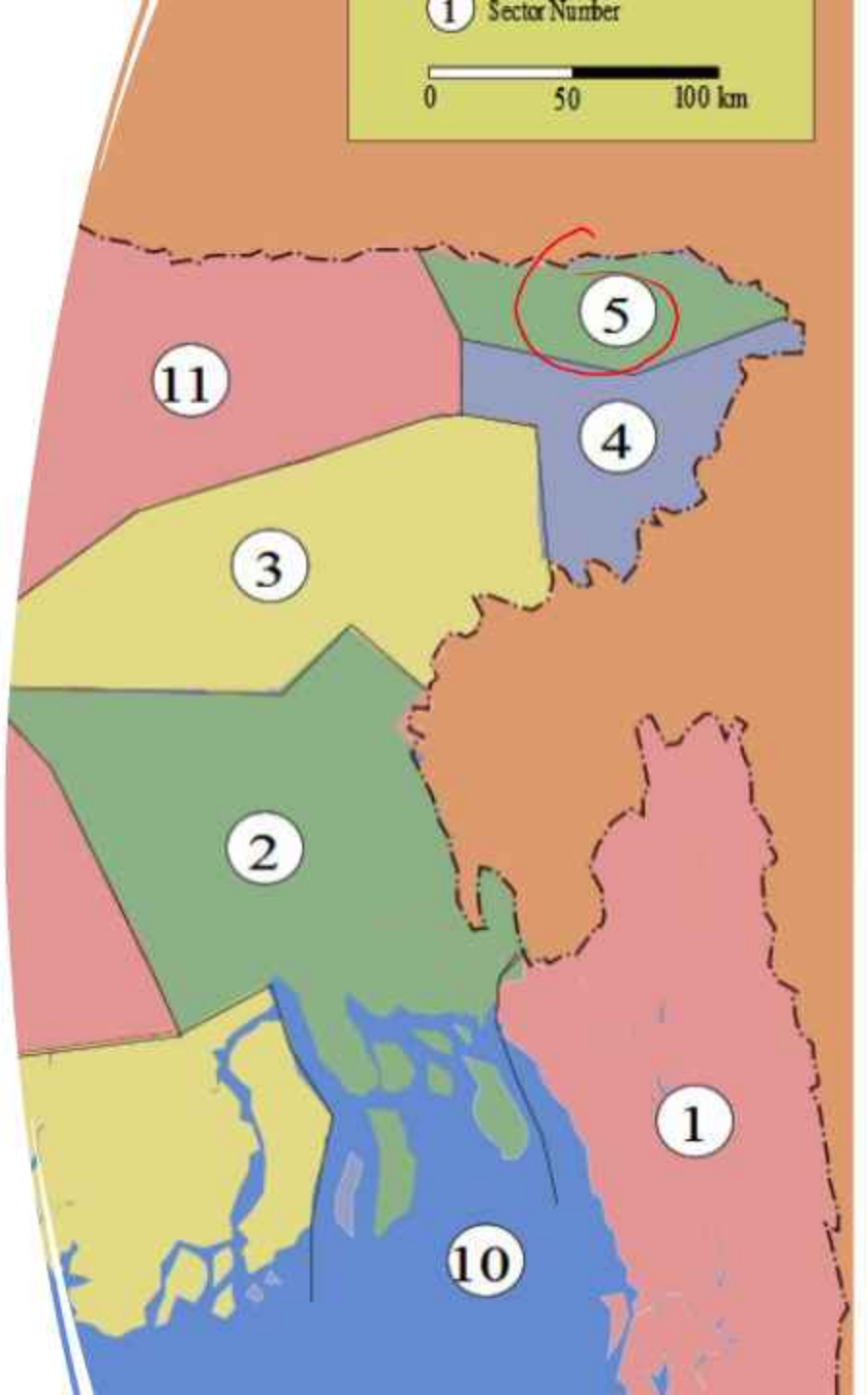

৬নং সেক্টর

- সমগ্র রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা
- সদর দপ্তর: পাটগ্রাম
- কমান্ডার: উইং কমান্ডার এম.কে.বাশার

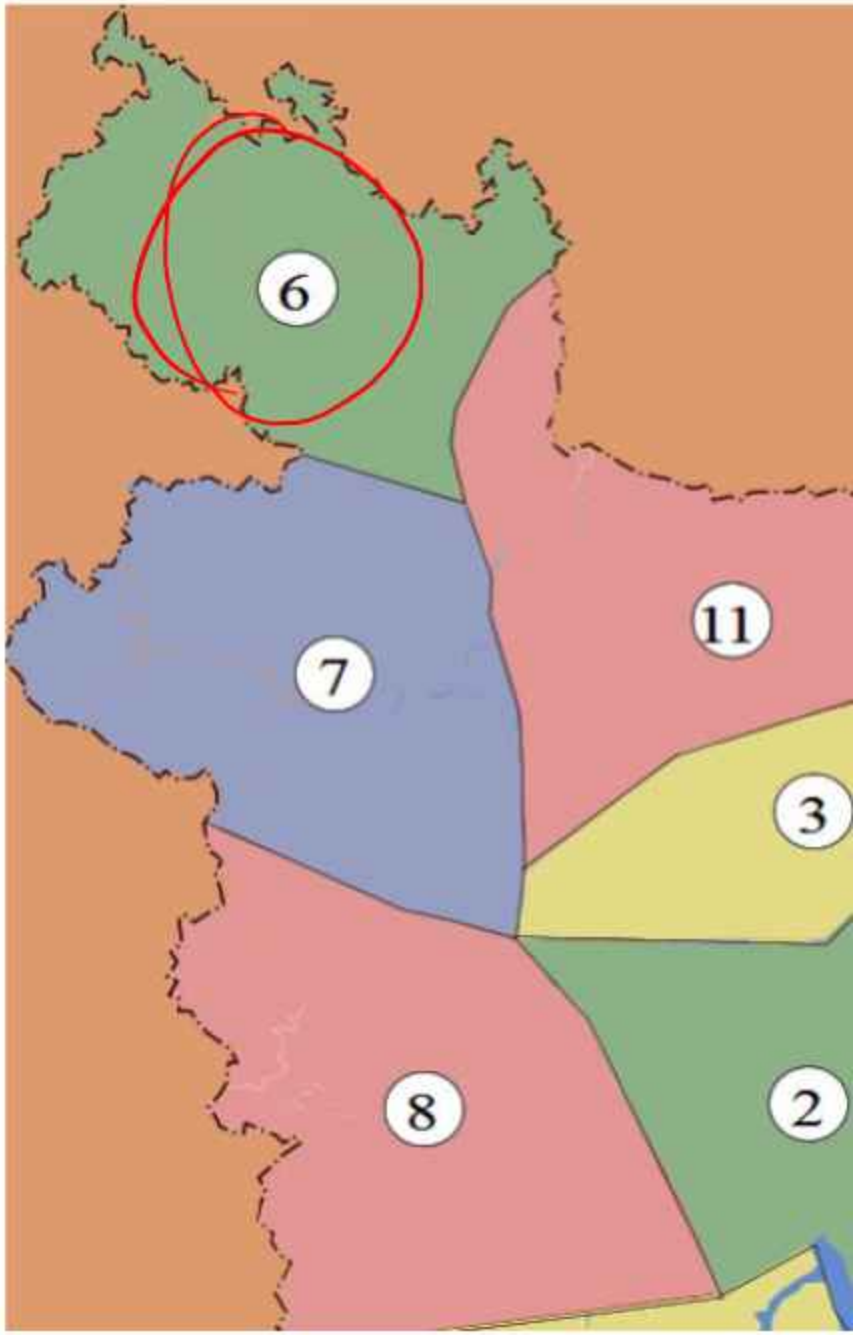

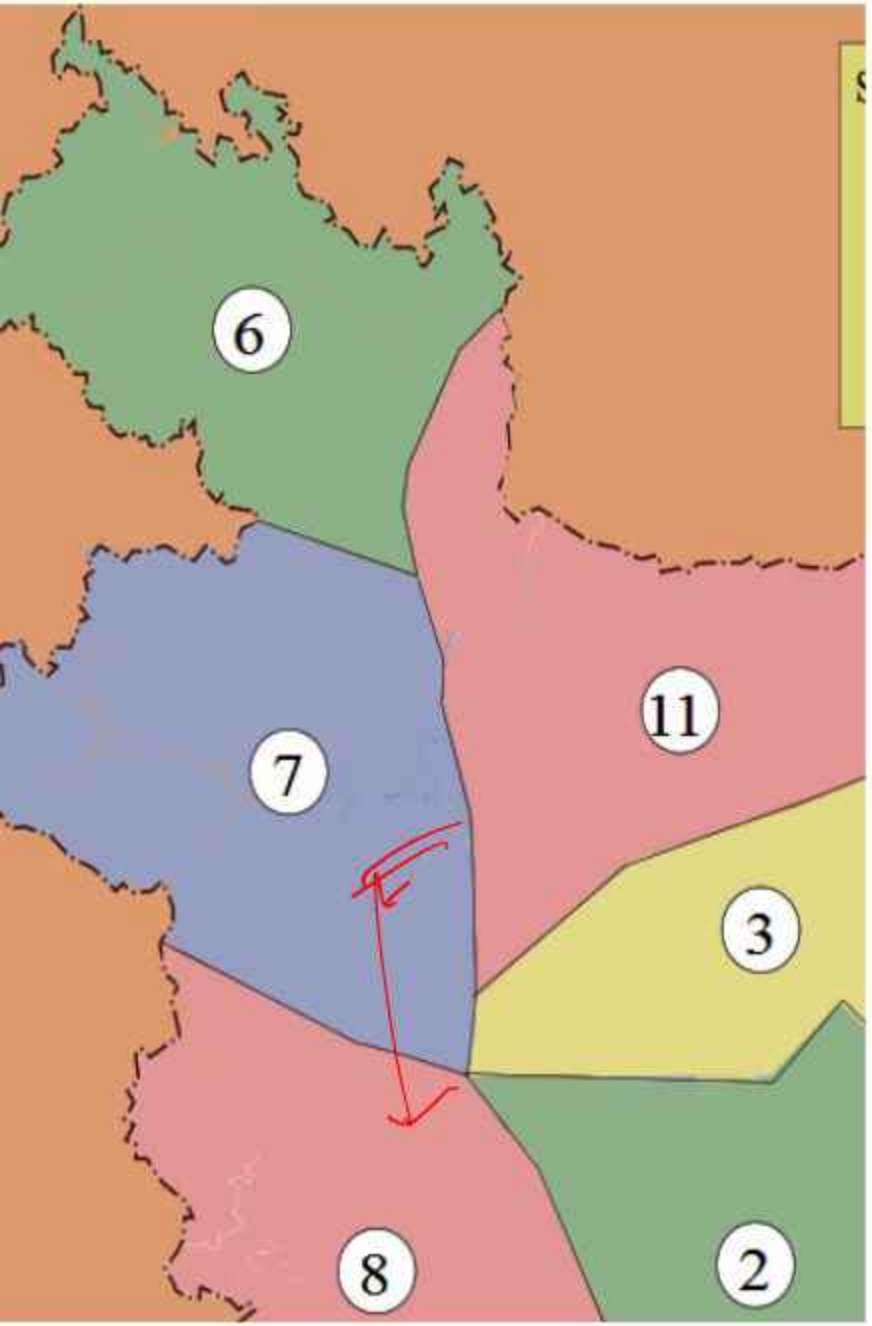

৭নং সেক্টর

- সমগ্র বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা ও দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল
- সদর দপ্তর: তরঙ্গপুর।
- কমান্ডার: মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নাজমুল হক

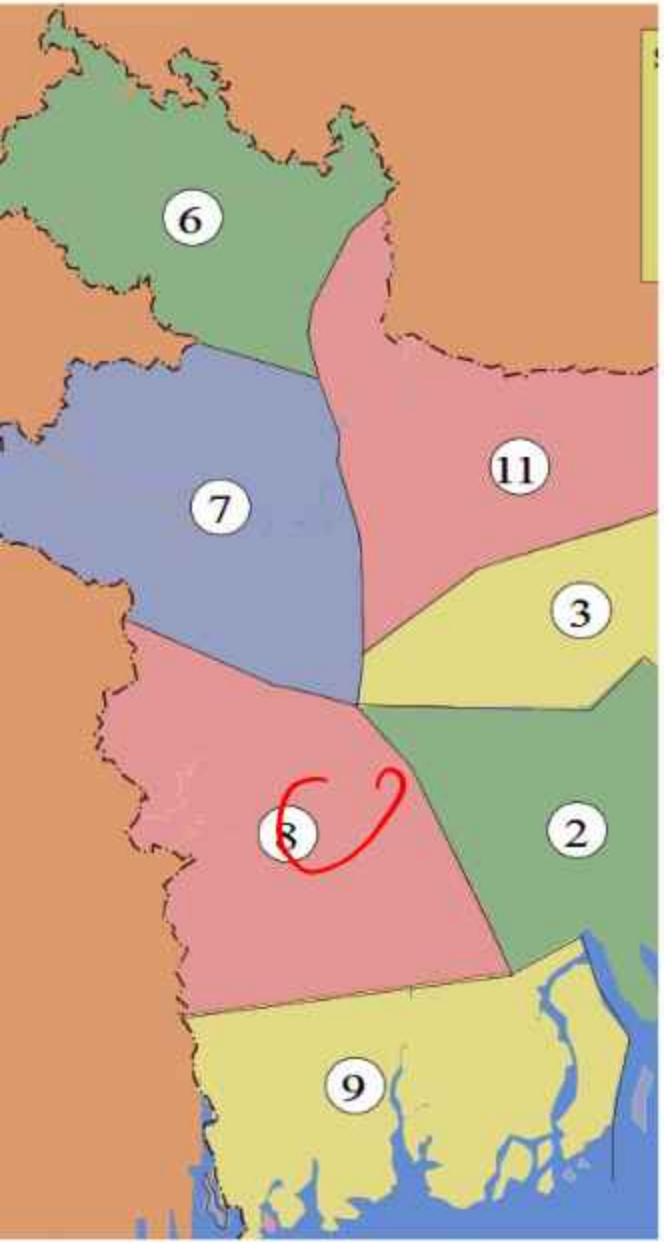

৮নং সেক্টর

- কুষ্টিয়া ও যশোর এর সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা।
- মুজিবনগর এ সেক্টরে অবস্থিত।
- **সদর দপ্তর: কল্যাণী**
- কমান্ডার: মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম.এ.মনজুর

৯নং সেক্টর

- সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে), ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং গোপালগঞ্জ
- **সদর দপ্তর: টাকি, বশিরহাট**
- কমান্ডার: মেজর এম.এ.জলিল

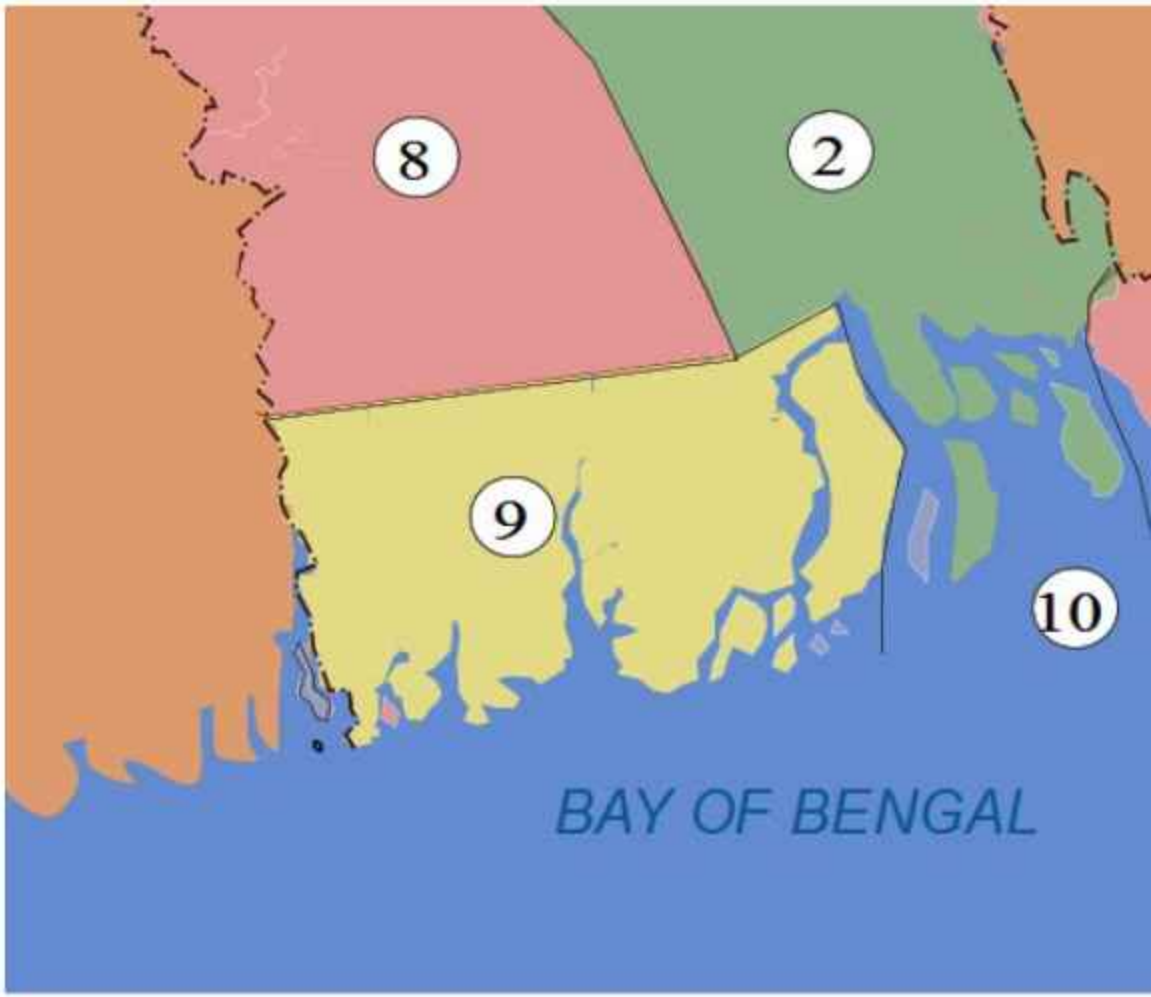

এম. এ জলিল (মোহাম্মদ আব্দুল জলিল)

(৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২- ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৯)

- ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার।
- তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী (৩১ ডিসেম্বর যশোর থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে আরো ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে গ্রেফতার হন।
- জাসদ ও 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' এর নেতা।
- তাঁর রচিত গ্রন্থ- অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, সীমাহীন সমর, কৈফিয়ত ও কিছু কথা, Bangladesh Nationalist Movement for Unity: A Historical Necessity.
- মৃত্যু: ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৯ (পাকিস্তানের ইসলামাবাদে)

১০নং সেক্টর

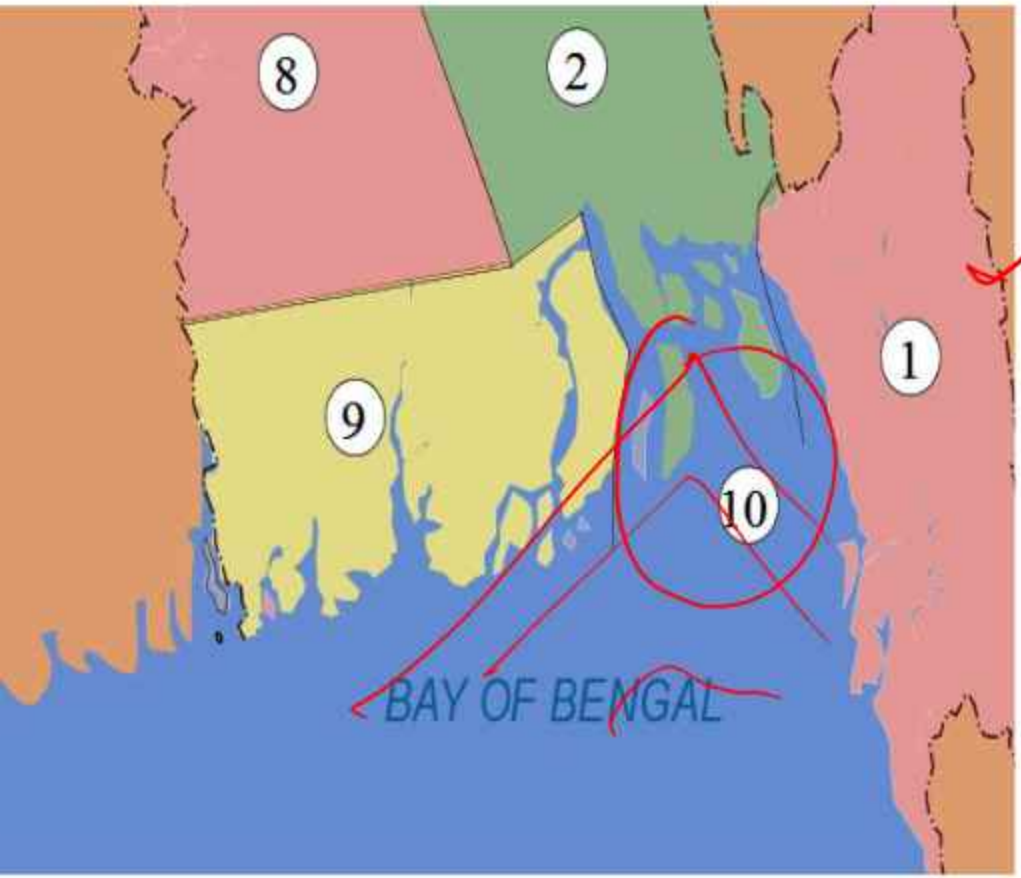

কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। কেবলমাত্র নৌ-কম্যান্ডোদের নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলো না। সরাসরি প্রধান সেনাপতির অধীনে ছিলো। ১ নং সেক্টর থেকে বার্তা পেতো।

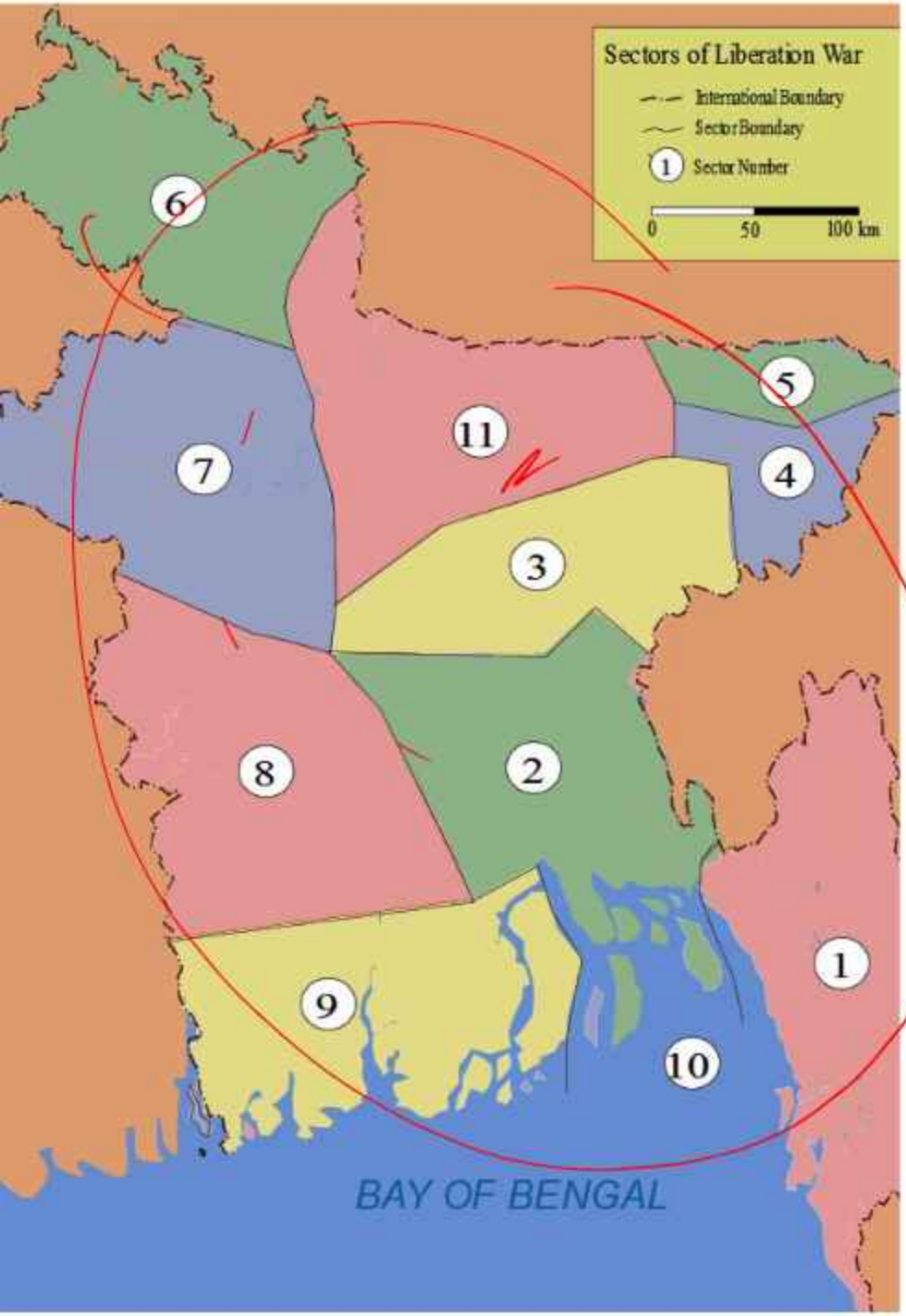

১১নং সেক্টর

- কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।
- সদর দপ্তর: মহেন্দ্রগঞ্জ।
- কমান্ডার: মেজর আবু তাহের

- চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম- সেক্টর-১
- ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙাইল- সেক্টর-১১
- রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ- সেক্টর-০৭
- ঢাকা- সেক্টর-২, ৩
- কুমিল্লা- সেক্টর-২
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া- সেক্টর-২
- সিলেট- সেক্টর-৪, ৫
- রংপুর, দিনাজপুর- সেক্টর-৬

- কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর- সেক্টর-৮
- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী- সেক্টর-৯
- সুন্দরবন- সেক্টর-৯
- মুজিবনগর- সেক্টর-৮

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর ছিল- ২নং সেক্টরের অধীনে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা জেলা ছিল- ২নং ও ৩নং সেক্টরে।

Thank You